

মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলিতে রাজ্যব্যাপী জনসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচী পালন

২০০৬

আয়োজক

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
(পশ্চিমবঙ্গ)
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৯

সহযোগিতায়

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, প.ব. সরকার
পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প.ব.)
[এস. সি. ই. আর. টি.] এর সঙ্গে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম ঃ

দূরভাষ - (০৩৩) ২৪৮৬-৪৩৭৭
(০৩৩) ২৪৮৬-৫১১৪ (অধিকর্তা)

ফ্যাক্স - (০৩৩) ২৪৮৬-৫১১৪

পোর্টাল - www.scertwestbengal.org

ই-মেল - edusearch253@yahoo.com

বিদ্যালয় গুচ্ছের মাধ্যমে বা এলাকার অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে একযোগে এই কর্মসূচী পালন করা যেতে পারে।

জনসম্পদ শিক্ষা কি?

Population কথাটির সাধারণ অর্থ জনসংখ্যা। বর্তমান প্রসঙ্গে মানুষের সৃজনী সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই এই কর্মসূচীতে Population শব্দটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।



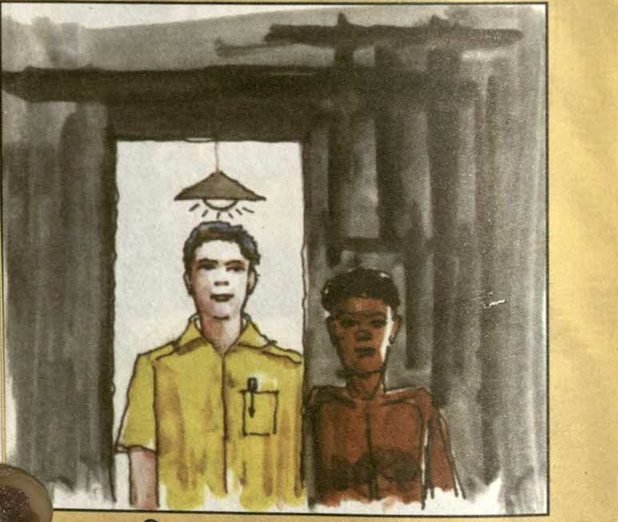
১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা বিষয়টির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা হল একটি শিখন প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যা ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক, জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ মনোভাব এবং দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলে, যাতে তারা পরবর্তী জীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

বিদ্যালয়স্তরে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানবজীবনের গুণগত মানোন্নয়ন এবং সামগ্রিক বিকাশের জন্য জনসংখ্যা, বিবিধ সম্পদ সমূহ এবং পরিবেশের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। এই সঙ্গতিবিধানের

প্রক্রিয়াটিতে শিক্ষার ভূমিকা মূল্যবান, কারণ শিক্ষাই জনসংখ্যার পরিবর্তন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তার প্রভাব যা উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত - সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলে। এইজন্য জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানকল্পে বহুমুখী পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা স্বীকৃত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা জীবনের গড়ে ওঠার পর্য্যায়ে থাকে। তারা বয়সোচিত পরিনমন অনুযায়ী জনসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলি যথাযথ গভীরতায় অনুধাবন করতে পারে।

এই জনসংখ্যা সচেতনতার মূল উদ্দেশ্য হল — শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি একটি সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে এবং কয়েকটি সক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করা। প্রাসঙ্গিক সক্ষমতাগুলিকে জীবন দক্ষতা নামে অভিহিত করা হয়, যেমন আত্মোপলব্ধি, মত প্রকাশের দৃঢ়তা, আবেগের নিয়ন্ত্রণ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। এই বিভিন্ন জীবন দক্ষতার সন্নিবেশ ব্যক্তির জীবনশৈলী গড়ে তোলে যা তার জীবনযাপনের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দেয়।



নসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা পালনের উদ্দেশ্য -

প্রায় একদশক ধরে এস. সি. ই. আর. টি. (পশ্চিমবঙ্গ) আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস হিসাবে প্রত্যেক বছর ১১ই জুলাই তারিখটিকে উদ্যাপন করে আসছে। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির (২০০১-২০০৩) সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জনসম্পদ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে 'জীবনশৈলী শিক্ষা'কে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেছে। সেই অনুসারে গত বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে এস. সি. ই. আর. টি. একদিনের পরিবর্তে সপ্তাহব্যাপী (১১ই থেকে ১৭ই জুলাই' ২০০৫) রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্যাপনের কর্মসুচী গ্রহণ করেছিল। কর্মসূচীটিকে আরও ব্যাপক করার

জন্য এবছর এটি পালনের সময় প্রসারিত করে তিনমাস করা হয়েছে (১লা নভেম্বর, ২০০৬ থেকে ৩১ শে জানুয়ারী, ২০০৭)।

এই শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল —

১. জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের আন্তঃ সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা এবং উন্নততর মানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

৩. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা।

৪. ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি যুক্তিপূর্ণ মনোভাব ও দায়িত্বশীল আচরণ সঞ্চারিত করা।

৫. স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতাগুলিকে (উৎপাদনমুখী, সামাজিক ও ব্যক্তিগত) লালন করা এবং অন্যান্য সক্ষমতাগুলিকে প্রশিক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে বিকশিত করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা করা হয়েছে।



সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি —

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি সমৃদ্ধ করার জন্য একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের উদ্দেশ্যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি অনুসরণ করা হয়। এই কার্যক্রম অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীরা বিবিধ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বিশেষতঃ সৃজনমূলক, নান্দনিক-মূল্যবোধ সমন্বিত দক্ষতা। একইসঙ্গে তাদের মধ্যে কিছু গুণাবলীর বিকাশ ঘটে যেমন মানিয়ে চলার দক্ষতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি। এর মূল লক্ষ্য অংশগ্রহণকারীদের

মধ্যে শুধু সাধারণ সচেতনতা গড়ে তোলাই নয়, জনসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে তাদের চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করা। যেমন ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজন, পণপ্রথা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও থাকবে। কার্যাবলির মধ্যে প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, গান, নাচ, নাটক, আবৃত্তি, চিত্র, পোস্টার, কার্টুন প্রভৃতি বিষয় থাকবে।



এক্ষেত্রে মূল ভাবনাগুলি হল —

এক ঃ জনসংখ্যা ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন

প্রস্তাবিত কাজ	বিষয়
প্রবন্ধ রচনা	● জমির ধারণক্ষমতা ও জনসংখ্যা।
	● জনসংখ্যা ও আর্থিক উন্নয়ন।
	● জনসংখ্যা, উন্নয়ন ও কৃষি।
	● জনসংখ্যা উন্নয়ন ও শিল্পায়ন।
	● কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক।
	● শিল্পায়ন ও খাদ্যে নিরাপত্তা।
	● কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও পরিবেশ।
	● শব্দদূষণ ও নাগরিকের দায়িত্ব।
বিতর্ক	● ভারতের জনবিস্ফোরণ একটি অশনি সংকেত।
	● সবুজ বিপ্লবের দীর্ঘকালীন ফল ক্ষতিকর।
	● সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।
	● পরিবেশের (প্রাকৃতিক / সামাজিক) উপর জনসংখ্যার প্রভাব অবশ্যই ক্ষতিকর।
	● কৃষির উপর অতিনির্ভরতা উন্নয়নের পথে বাধা।
	● উন্নয়নে কৃষি ও শিল্প সমান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

	•	শিক্ষার প্রসার ব্যতীত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।
পোস্টার অংকন	•	শিল্পায়ন ও জলদূষণ
	•	সীমিত পরিষেবা ও জনসংখ্যা।
	•	বৃক্ষচ্ছেদনের প্রভাব।

দুই ঃ লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

প্রস্তাবিত কাজ		বিষয়
প্রবন্ধ রচনা	•	মহিলাদের কর্মসংস্থান।
	•	সমাজে নারীর ভূমিকা।
	•	নারীর ক্ষমতায়নে আর্থিক স্বনির্ভরতাই মূল বিবেচ্য।
বিতর্ক	•	বর্তমান সমাজে মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা।
	•	নারীকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ এক সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা।
নাটক	•	চন্ডালিকার প্রথম অংশ।
	•	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' (বিভিন্ন মূল্যবোধের উপর রচিত অন্য নাটকও বেছে নেওয়া যেতে পারে)।
পোস্টার অংকন	•	পণপ্রথা।
	•	কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ।



তিন ঃ জীবনশৈলী শিক্ষা ঃ দক্ষতার বিকাশ

ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা অর্জনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জীবনশৈলী শিক্ষা চালু করেছে। যদিও জীবনবিজ্ঞানের

বর্তমান পাঠ্যসূচীর পরিমার্জন এই কার্যক্রমের অন্তর্গত, তথাপি কিছু সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এরকম কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উদাহরণ দেওয়া হল ঃ—

প্রস্তাবিত কাজ	বিষয়
দলগত আলোচনা	● মূল্যবোধ এবং বর্তমান সমাজ।
	● দূরদর্শন এবং যুবসমাজ।
বিতর্ক	● বর্তমান সমাজে চাকরির সীমিত সুযোগ যুবসমাজকে বিপথে চালিত করছে।
ভূমিকা অভিনয়	● ধূমপান / মাদকাসক্তির কুফল।
পোষ্টার অংকন	● প্রাকৃতিক সম্পদ (জল, অরণ্য ইত্যাদি) সংরক্ষণ।
	● সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক ঃ দারিদ্র্য, অপুষ্টি ইত্যাদি।



চার ঃ পরিবার - আর্থসামাজিক উপাদানসমূহ ও জীবনমান

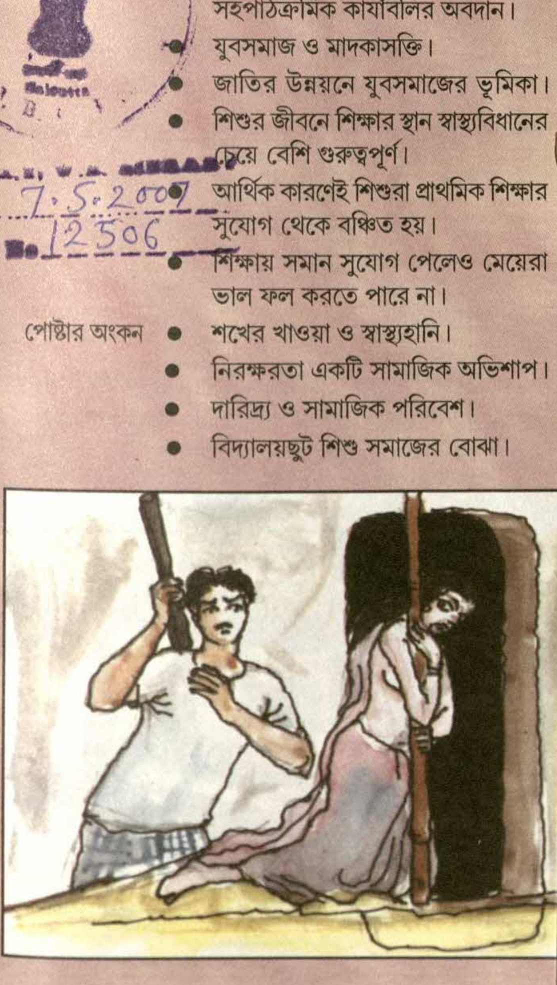
প্রস্তাবিত কাজ	বিষয়
বিতর্ক	● ছোট পরিবারের পরিবেশ শিশুর সুষম বিকাশের পরিপন্থী।
	● বর্তমান প্রজন্মকে সমাজ - মনস্কতার পরিবর্তে আত্মমনস্কতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
	● পরিবারে নারীর অবদানকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয় না।
প্রবন্ধ রচনা	● সমাজে সংহতির মূল ভিত্তি - সুস্থ পরিবার।
	● সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে যৌথ পরিবারের বিকল্প নেই।

- সামাজিক সম্পর্ক গঠনে পরিবারের অবদান।
- মূল্যবোধের উপর পারিবারিক পরিস্থিতির প্রভাব।

পোষ্টার অংকন
- পরিবারের থেকেই শুরু হয় শিশুর শিখন।
- কিশোর কিশোরীদের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ।
- শিশুর জীবনে পরিবার সবচেয়ে সুরক্ষিত আশ্রয়।

পাঁচ ঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা - জনসংখ্যা পরিবর্তন ও জীবনমানের মুখ্য নির্ধারক

প্রস্তাবিত কাজ	বিষয়
বিতর্ক	• জনশিক্ষার বিস্তার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
	• শিশুর সুষম বিকাশে প্রথাগত শিক্ষার ভূমিকা।
	• কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির অবদান।
	• যুবসমাজ ও মাদকাসক্তি।
	• জাতির উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা।
	• শিশুর জীবনে শিক্ষার স্থান স্বাস্থ্যবিধানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
	• আর্থিক কারণেই শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।
	• শিক্ষায় সমান সুযোগ পেলেও মেয়েরা ভাল ফল করতে পারে না।
পোষ্টার অংকন	• শখের খাওয়া ও স্বাস্থ্যহানি।
	• নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ।
	• দারিদ্র্য ও সামাজিক পরিবেশ।
	• বিদ্যালয়ছুট শিশু সমাজের বোঝা।



ছয় ঃ জনসংখ্যা বন্টন ঃ নগরায়ন ও অভিবাসন

প্রস্তাবিত কাজ	বিষয়
প্রবন্ধ রচনা	• শহরে বস্তিবাসীদের সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়।
	• বর্তমান ভারতবর্ষে নগরায়নের তাৎপর্য।
	• জনবহুল শহরের প্রধান সমস্যাগুলি।
	• গ্রামীণ দারিদ্র্য ও শহরের জনবিন্যাস।
	• উন্নয়ন ও বাস্তুচ্যুতি।
	• প্রাচীন শহরের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও তার সমস্যা।
	• আধুনিক শহরের সামাজিক ধারণযোগ্যতা।
	• সুসংহত গ্রামোন্নয়নই অবাঞ্ছিত অভিবাসন ঠেকাতে পারে।
বিতর্ক	• অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ সামাজিক উন্নয়নের পরিপন্থী।
	• আমাদের দেশে অপর্যাপ্ত গ্রামোন্নয়নই আর্থিক সংকটের কারণ।
	• উন্নয়নের স্বার্থে নগরায়নের পরিকল্পনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
পোষ্টার অংকন	• পশ্চিমবাংলার গ্রাম-সেকালে ও একালে।
	• শহরের স্থানে স্থানে ঝুপড়িবাসীর ভীড়।
	• বস্তিজীবনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তার উন্নয়ন।

আশাকরা যায় শিক্ষক - শিক্ষিকাগণ তাঁদের এলাকা ভিত্তিক প্রয়োজন ও চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে আরো কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির প্রণয়ন করবেন।



দয়া করে এই পৃষ্ঠাটিতে যথাযথ স্থানে তথ্যগুলি লিখে দিন এবং
এস. সি. ই. আর. টি. (পশ্চিমবঙ্গ) দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

এস. সি. ই. আর. টি. (পশ্চিমবঙ্গ)
২৫/৩ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

জনসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচী পালন

২০০৬

১. ক) বিদ্যালয় / মাদ্রাসার নাম, ঠিকানা ও দূরভাষ..

....

.... জেলা..........................

খ) বিদ্যালয় / মাদ্রাসার অবস্থান - শহরে /গ্রামে ☐

২. অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো দিন

ক) বিদ্যালয়/মাদ্রাসাটি উচ্চ প্রাথমিক / মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক

....

খ) বিদ্যলয়/মাদ্রাসাটি বালকদের/বালিকাদের অথবা সহশিক্ষামূলক

....

গ) বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় মোট শিক্ষক সংখ্যা ....

৩. ক) বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা

	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
বালক					
বালিকা					
মোট					

খ) প্রত্যেক শ্রেণীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা

	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
বালক					
বালিকা					
মোট					

৪. ক) আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন্ তারিখে কোন্ কাজটি অনুষ্ঠিত হল তা লিখুন

....

....

খ) নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলিতে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের সংখ্যা নির্দেশ করুন

কার্যাবলি	ছাত্র	ছাত্রী
বিতর্ক		
দলগত আলোচনা		
প্রবন্ধ রচনা		
চিত্র ও পোস্টার অংকন		
নাটক/ ভূমিকা অভিনয়		

গ) এই কর্মসূচিতে অভিভাবকদের উৎসাহিত করার জন্য কি করা যেতে পারে ?

....

....

৫. এই কর্মসূচিকে ভবিষ্যতে সফলতর করার জন্য আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিন।

....

....

....

বিদ্যালয় / মাদ্রাসা প্রধানের স্বাক্ষর